TOPIC – গীতগোবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ

বিষয়বস্তু : সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের মেঘদূতের পরেই জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দম্' এর স্থান। লোকজগতের প্রেমকবিতা ক্রমে ক্রমে দেবলোকে সামগ্রী হয়ে উঠেছে। নরলোকের প্রেমের নেপথ্যবিধান দ্বারা আধ্যাত্ম প্রেমের প্রসাধন নিষ্পন্ন হয়েছে। লৌকিক প্রেম ক্রমে দেবদেবীর প্রেমে পরিণত হয়েছে এবং প্রাকৃত নায়ক – নায়িকার স্থান অধিকার করেছেন হর -গৌরি কিংবা রাধাকৃষ্ণ।প্রেমের এই দেবায়ন সার্থক ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে। গীতগোবিন্দ বারোটি সর্গে বিভক্ত। সর্গগুলির নাম – সামোদ দামোদর, অক্লেশ কেশব, মুগ্ধ মধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাংক্ষ পুন্ডরীকাক্ষ, ধীষ্ট – বৈকুণ্ঠ, নাগর-নারায়ণ, বিলক্ষ লক্ষীপতি, মুগ্ধ মুকুন্দ, মুগ্ধ মাধব,সানন্দ গোবিন্দ ও সুপ্রীত পীতাম্বর।

জয়দেবের কাব্যে তৎকালীন রুচি প্রতিফলিত হয়েছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র অবলম্বনে নায়ক নায়িকার পরিকল্পনা ও লীলাবিহার তৎকালীন কাব্যের মুখ্য উপজীব্য ছিল। কাব্যে যত প্রকার রস আছে তার মধ্যে শৃঙ্গার রসই মুখ্য। বস্তুত ভগবানকে মূর্তিমান শৃঙ্গার রস রূপে কল্পনা করে তিনি যে ভক্তিভাব ও সাহিত্যরসের মধ্যে এক স্বর্ণশৃঙ্খল নির্মান করলেন, তা সম্পুর্ণ এক নতুন ব্যাপার – নবসৃষ্টি। সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে মেঘদূতের পরই তাই গীতগোবিন্দের স্থান যার জনপ্রিয়তা আজও অম্লান। রাধা চরিত্র সর্বভারতের প্রিয় চরিত্র। যিনি চিরকালীন বিরোহিনী প্রেমাকূল নারীর প্রতীক।

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার কবি, কিন্তু বাংলা ভাষার ইতিহাসে শিরভূষিত। কারণ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের আবির্ভাব। তখন বাংলা ভাষা সৃজ্যমান এবং সাহিত্যক্ষেত্রে ভীরু পদক্ষেপ ফেলেছে। এইসময় গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় 'মধুর কমলকান্ত পদাবলী' রচনা করেছিলেন। তবে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য তার অনন্যসাধারণ কীর্তি। রচনাটি গীতিধর্মী এবং নাট যাত্রা শ্রেনীর বলে ছন্দভঙ্গী ও ধ্বনিঝঙ্কার অপুর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জয়দেব সংস্কৃত ভাষায় কাব্যটি রচনা করলেও তিনি বাংলা পদাবলী সাহিত্যের পথিকৃত। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বৈষ্ণব পদসাহিত্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। জয়দেবকে বাংলার আদি পদাবলীকার বলে, যে সম্মান দেওয়া হয়, তা মোটেও অযৌক্তিক নয়।তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবেরই প্রথম স্থান, বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে ব্যাকুল আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ। তিনিও একটি প্রবন্ধে জয়দেব ও কালিদাসের রচনা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, যে জয়দেব সঙ্গীতঝঙ্কারে কালিদাসকে অতিক্রম করে গেলেও, কালিদাস ব্যঞ্জনাধর্মীতে জয়দেবকে অতিক্রম করেছেন। বাংলা ভাষার ছন্দ, বাক্‌শিল্প ও অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য গীতগোবিন্দ দ্বারা বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত। "বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে" – ছন্দোধ্বনিতে যেন বাংলা পয়ার। "চল সখি কুঞ্জম সতিমির পুঞ্জম্ শীলয় নীলনিচোরম্" - রীতিমত বাংলা ত্রিপদী ধাঁচে লেখা। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাও এই ভাবধারায়ভাবিত এবং গীতগবিন্দের সুন্দর সমাবেশ তার কাব্য ভাবধারায় আবেশিত। "পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী" আবার "পুরান সেই সুরে, কে যেন ডাকে দূরে, কোথা সে ছায়া সখী, অশথ তল।" রবীন্দ্রনাথ সাগরিকা কবিতায় লিখেছেন, " ললিত গীত কলিত কল্লোলে" এ যেন জয়দেবের পঙক্তির পুনরাবৃত্তি। বাংলা ভাষার সঙ্গে গীতগবিন্দের সম্পর্ক ভারী নিবিড়, তেমনি রবীন্দ্রনাথ দিক্‌পাল গণের মত অল্প বিস্তর কবি জয়দেবের কাছে ঋণী। জয়দেব ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে যেন কবিগুরু। তাই সংস্কৃতে লেখা গীতগোবিন্দ বাংলা সাহিত্যের শিরভূষণ। জয়দেব কে বর্জন করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলচনা কখনই সার্থক হতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ও জয়দেব সাহিত্যের আঙিনায় একে অপরের পরিপূরক।

শিখন গুরুত্ব : গীতগোবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা প্রমাণিত সত্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'গীতগোবিন্দ'কে কেন্দ্র করে এক নববিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। ছাত্রসমাজের কাছে আজ অনুমেয়, তৃষ্ণা প্রবক্তা রূপে জয়দেব বাংলা সাহিত্যে শিরভূষিত এবং তাদের হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। বাঙালির তথা পাঠক সমাজের কাছে একথা স্বীকৃত হয়েছে যে বাংলা সাহিত্যের একটা অবিচ্ছিন্ন অন্তরঙ্গ প্রেমের আবেগে গীতগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা বিকাশ ও প্রকাশ পেয়েছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষাতেই তাই তার সম্বন্ধে সঠিক মুল্যায়ন করে বলা যায়- "বাংলার রবি জয়দেব কবিকান্ত কোমল পদে/ করেছে সুরভ সংস্কৃতে কাঞ্চন কোকোনদে।" এই সাহিত্য সুলভ আন্তরিক সুললিত মনবৃক্ষে যে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে প্রকৃত প্রেমাস্পদ হয়ে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

Scanned with CamScanner